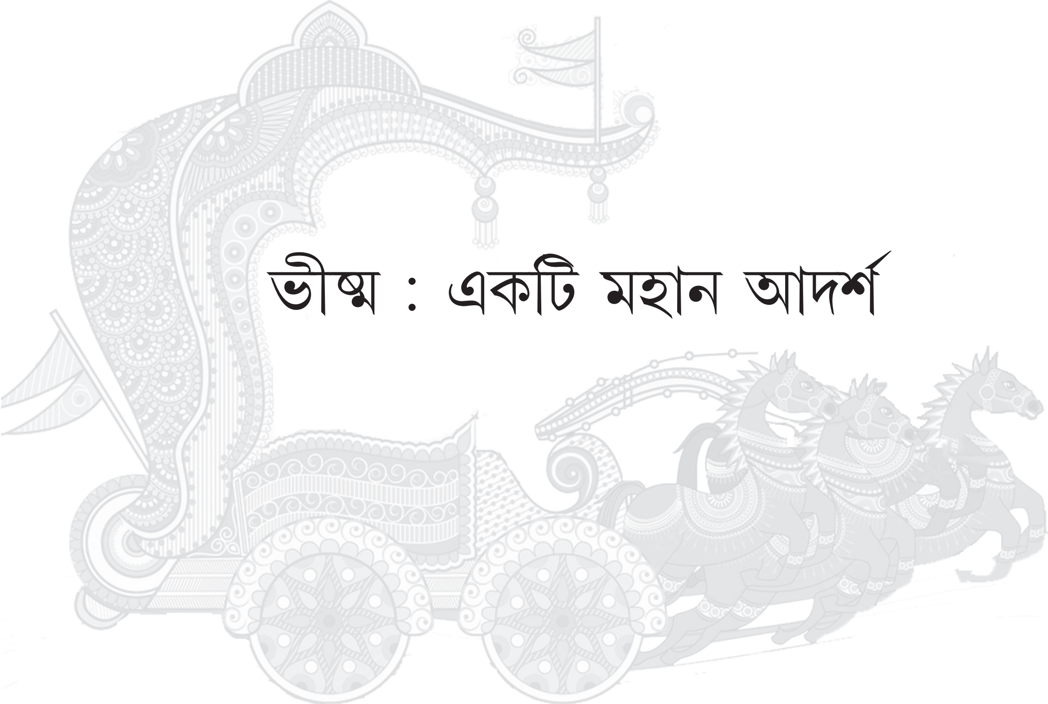

ভীষ্ম : একটি মহান আদর্শ

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

ভীষ্ম একটি অবিস্মরণীয় নাম। মহাভারতে মহামতি ভীষ্মের পরিচয় দিয়েছেন বৈশম্পায়ন : "আমি সেই কুমার দেবব্রতর কাহিনি বলব, যিনি গুণে তাঁর পিতা শান্তনুকে সর্বাংশে অতিক্রম করেছেন। আমি সেই প্রকৃষ্ট ভরতবংশীয় রাজার কথা বলব, যাঁর জীবনের মনোহর ইতিহাসই আসলে মহাভারত।" (আদিপর্ব, ৯৩। ৪৯ এবং ৯৪।১-২১) সমগ্র মহাভারত জুড়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছে কখনও নৃপতি, কখনও রাজা বলে। অথচ কোনওদিন তিনি সিংহাসনে বসেননি, রাজ্য চালিয়েছেন রাজা না হয়ে, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, বিধি মেনে, ন্যায়পথে, সর্বোপরি প্রসিদ্ধ ভরতবংশের মান-মর্যাদা রক্ষা করে; সেই মর্যাদার স্থায়িত্বের তাগিদে। ভোগ না করে পালন করা—এই নির্লিপ্তি কৃষ্ণ ছাড়া শুধুমাত্র ভীষ্মের মধ্যে আমরা যেমন দেখি আর কারও মধ্যে তেমন নয়। পিতা শান্তনুর সময় থেকে তিনি রাজ্য চালিয়েছেন। শান্তনুর পর চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য, তাঁদের পর পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন এবং শেষে যুধিষ্ঠিরকে তিনি দেখে গেছেন সিংহাসনে বসতে। পরপর চার প্রজন্মকে ভরতবংশের মর্যাদা বহন করে নিয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। একইসঙ্গে চার প্রজন্মের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সর্বদা সকল রাজকুমারকে পালন করেছেন

প্রবীণ অভিভাবকের অভিজ্ঞতায়, সচেতন করতে চেয়েছেন বিবেকের মতো।

জননী গঙ্গা দেবী শান্তনুর কাছে পুত্রকে দিতে এসে পুত্রের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দেবব্রত বশিষ্ঠমুনির কাছে সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ পড়েছেন। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না দেবতা-অসুর কেউই। পরশুরাম যে-অস্ত্রবিদ্যা জানেন তার সবটাই দেবব্রতের আয়ত্ত। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য রচিত দেবদানবের রাজনীতিশাস্ত্র এই পুত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। (আদিপর্ব, ৯৪।৩৬-৩৯) এককথায় দেবব্রত বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিদ, রাজধর্মজ্ঞ এবং বলিষ্ঠ রূপবান যুবক।

এ-হেন পুত্রের ওপর সব পিতারই বল-ভরসা স্বাভাবিক। মায়ের কাছ থেকে যুবক গাঙ্গেয় দেবব্রত পিতার সঙ্গে হস্তিনাপুরে চলে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছেন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, বীর্য, বিক্রম, বিনয় দিয়ে এবং সকলের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে। পিতাও তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিশ্চিন্তে নিজের মতো জীবন যাপন করে চলেছিলেন।

এরই মধ্যে দেবব্রত কয়েকদিন যাবৎ শান্তনুকে বিমর্ষ দেখে জানতে পারলেন, পিতার মানসিক অবসাদের কারণ তিনি নিজে; কেন-না তাঁর জন্যই সত্যবতীকে বিবাহের কথা উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ করছেন পিতা। ব্যাপারটি জানা মাত্রই পিতার ইচ্ছাই তাঁর কাছে মূল্য পেয়েছে। রাজ্য বা রাজসিংহাসন তাঁর কাছে বড় জিনিস বলে মনে হয়নি। তাই সত্যবতীর পিতা দাসরাজার শর্ত অনুযায়ী অবলীলায় উপস্থিত সকল ক্ষত্রিয়ের সামনে দেবব্রত দাসরাজাকে কথা দিয়েছেন, ‘‘এমন প্রতিজ্ঞা আগে কেউ কোনওদিন করেনি এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও কেউ করবে না; আপনার মেয়ের গর্ভজাত সন্তানই আমাদের সকলের রাজা হবে।’’ শুনে দাসরাজ পুলকিত হয়ে দেবব্রতের বহু প্রশংসা করেও পাটোয়ারি বুদ্ধিতে তাঁকে জানিয়েছেন, ‘‘আপনারও বিবাহের বয়স হয়েছে, আপনার সন্তানেরও তো রাজা হওয়ার অধিকার থাকবে! কাজেই সংশয় থেকেই গেল।’’ একথা শুনে দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি আমৃত্যু ব্রহ্মচারীর ব্রত গ্রহণ করলেন। পিতার সুখের জন্য পুত্রের আত্মবলিদানের কীর্তি স্থাপিত হল। দেবতাদের আশীর্বাদ পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল। তাঁরা আকাশবাণী করলেন—এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা যাঁর মুখে শোনা যায় তাঁর নাম হোক ‘ভীষ্ম’। (আদিপর্ব, ৯৪।৮৬-৯৫)।

এরপর আমরা দেখি, ভীষ্ম সসম্ভ্রমে অথচ বড় আন্তরিকভাবে প্রায় সমবয়সি সত্যবতীকে মাতৃ-সম্বোধন করে রথে উঠতে বললেন, ‘‘চলুন মা, আমরা এখন নিজের ঘরে যাই’’ (তদেব, ৯৬)। কল্পনায় দেখতে পাই সেই মুহূর্তে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-কঠোর মুখখানি ঔদার্যের আলোয় কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যে-মুখখানি দেখে পিতা তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। (তদেব, ১০২) মহাভারতের স্বনামধন্য গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতে, ‘‘পিতার শুষ্ক আশীর্বাদে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু হননি, আপন উদার বৈরাগ্যের ফলেই তিনি ইচ্ছামৃত্যু।’’

এরপর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম এবং কয়েক বছর পর চিত্রাঙ্গদের অকালপ্রয়াণ। কিশোর বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে ভীষ্ম রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে হৃদয়ের কোমলতায় তাঁকে চালনা করতে লাগলেন। আরও কয়েক বছর পর তিনি কাশী রাজ্যে গিয়ে স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাশীরাজকন্যাদের হরণ করে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে দুই রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন, বৃদ্ধবয়সে ভীষ্ম স্বয়ংবর-সভায় কেন যেতে গেলেন। এখানেও ভীষ্মের মহত্ত্বেরই প্রকাশ। সেখানে যদি যুদ্ধবিগ্রহ লাগে তাই

কুরুবংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ বিচিত্রবীর্যকে না পাঠিয়ে তিনি বৃদ্ধবয়সে নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজে গেছেন। অপমানও যথেষ্ট হজম করতে হয়েছে তাঁকে। বিচিত্রবীর্যকে একটাও কঠিন যুদ্ধে বিপন্ন এমনকী বিব্রতও যিনি হতে দেননি, সেই ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যেরও অকালমৃত্যু আটকাতে পারেননি। হস্তিনাপুরের সিংহাসন খালিই পড়ে রইল।

মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর-এক। সর্বগুণান্বিত পুত্রকে একদিন শান্তনু বলেছিলেন তিনি আবার বিবাহ করতে চান কারণ একটি পুত্র থাকা-না থাকা প্রায় সমান। যুদ্ধবিগ্রহে কখন কে থাকে-না থাকে তার নিশ্চয়তা নেই। (আদিপর্ব, ৯৪।৬৩-৬৪) ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! শান্তনুর পরবর্তী দুই পুত্রই অকালে চলে গেলেন। বেঁচে রইলেন সেই ভীষ্মই। শান্তনুর পিণ্ডদাতা হিসাবে এবং তাঁর কীর্তি ও সন্তান-পরম্পরা রক্ষার দায়ভার ভীষ্মকে অর্পণ করার জন্য যখন সত্যবতী প্রস্তাব নিয়ে এলেন তখনও ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘আমি ত্রৈলোক্য, ইন্দ্রত্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করতে পারি না। যদি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত গন্ধাদি গুণ ত্যাগ করে, ধর্মরাজ ধর্ম ত্যাগ করেন, তবু আমি সত্যকে ত্যাগ করতে পারব না।’’ (আদিপর্ব, ৯৭।১৬-১৯)

এরপর কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর জন্মলাভ করেছেন। তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা, বেদ-বেদাঙ্গ নীতিশাস্ত্র শিক্ষা—সবই ভীষ্ম সম্পন্ন করেছেন পরম যত্নে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে অস্ত্রশিক্ষা তেমন দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই প্রভূত পরিশ্রম, ব্যায়ামের মাধ্যমে তাঁকে অন্যতম শক্তিমান পুরুষে পরিণত করেছেন। বেশ কয়েক বছর পর ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জননী অম্বিকা-অম্বালিকাকে নিয়ে সত্যবতী বনে চলে গেলেন। কিন্তু ভীষ্ম কোথাও যেতে পারলেন না, পুরাতন সাক্ষিচৈতন্যের মতো পিতা শান্তনুর বীজবপন থেকে বৃক্ষধ্বংস পর্যন্ত তিনি রয়ে গেলেন হস্তিনাপুরে। রেখে গেলেন কুরুবংশে তাঁর প্রতিরোধ ও সুপরামর্শ—যা আজও স্মরণযোগ্য।

ভীষ্ম নিজের হাতে কুরু-পাণ্ডবদের কোলে পিঠে করে আদরে নীতিশিক্ষায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদা। তাই এঁদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসার আঁচ পেয়ে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সকলকে রক্ষা করতে। ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়েছেন, ‘‘তুমিও আমার কাছে যেমন, পাণ্ডুও তাই। গান্ধারীর ছেলেরা আমার কাছে যেমন, কুন্তীর ছেলেরাও তাই। পাণ্ডুর ছেলেদের রক্ষা করার দায় আমার যতটুকু, তোমারও ঠিক ততটুকু।’’ (আদিপর্ব, ১৯৬। ১-২) সকলে সদ্‌ভাব বজায় রেখে, মিলেমিশে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে চলুক—এই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তাই ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানোর পাশাপাশি দুর্যোধনকে ডেকে তিনি একাধিকবার বলেছেন, ‘‘আমার ইচ্ছে তুমি পাণ্ডবদের কাছে ডেকে নিয়ে কুরুরাজ্যের অর্ধেক শাসন তাদের হাতে তুলে দাও। তুমি যেমন এই রাজ্যকে তোমার পৈতৃক উত্তরাধিকার ভাবছ, তেমনই পাণ্ডবরাও ভাবছে। তাদের বাবা তো এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাই পাণ্ডবরা কোনওভাবেই যদি তাদের রাজ্যাংশ না পায় তাহলে এ-রাজ্য তোমাদেরই—এটা ভাববার কোনও কারণ নেই। তুমি অধর্ম অনুসারেই এই রাজ্য হাতে পেয়েছ। অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের হাতে তুলে দাও, এটাই সমস্ত লোকের হিতকর হবে।’’ এরপর ভীষ্ম সাংবিধানিক যুক্তি দিয়ে দুর্যোধনকে বুঝিয়েছেন—উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পাণ্ডুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যুধিষ্ঠির রাজ্য পেয়ে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এমনকী ভাগও পাননি। তাই পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগে ভালমনেই পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ তাদের দিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন, ‘‘আমার কথা না শুনলে কুরুকুলের কারও ভাল হবে না।’’ (আদিপর্ব, ১৯৬। ৫-৭)

পাণ্ডব-কৌরবদের রাজ্য আলাদা হল। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য পেলেন। ময়দানবের শিল্পনৈপুণ্যে খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে উঠল। সকলে আমন্ত্রিত হলে ভীষ্ম এখানেও একজন বিচক্ষণ অভিভাবকের মতোই যুধিষ্ঠিরকে পরিবারের কৃষ্টি শেখালেন—রাজা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্মানদক্ষিণা দিতে হবে। আর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে ঠিক করতে হবে যিনি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার ও রাজসূয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন এমন পুরুষ কে? ভীষ্ম শান্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে বললেন, ''অসীম গ্রহতারকা নক্ষত্রলোকের মধ্যে সূর্য যেমন ভাস্বর, পৃথিবীর সমস্ত রাজমণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণও তেমনই সকলকে তাপিত করছেন।'' (সভাপর্ব, ৩৫।২৮) কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হল—সকলকে ছেড়ে কৃষ্ণকে কেন? তখন শাস্ত্রজ্ঞ ও বহুদর্শী জ্ঞানী ভীষ্ম অনেক যুক্তি দেখিয়ে শেষে খুব সংক্ষেপে কৃষ্ণকে বড় বলে মানার দুটি কারণ উল্লেখ করলেন। এক—বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণের অধিকার অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান সবচেয়ে বেশি (মনে পড়ে যায়, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে'), দুই—শক্তিতে তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। (তদেব, ৩৭।১৭) বিদগ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পিতামহ জানেন, বুদ্ধিবলের আধিক্যই একজনকে সর্বোত্তম রাজনীতিজ্ঞে পরিণত করে। সেই কূট রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি কৃষ্ণকেই সর্বোচ্চ আসন দিলেন।

দুর্যোধনের ধনস্পৃহা, ক্ষমতালিপ্সা আর পরশ্রীকাতরতা ক্রমবর্ধমান। এমন যখন অবস্থা, তখন কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণ শান্তির প্রস্তাব আনলে দুর্যোধন উচ্চহাস্য করলেন। মহামতি ভীষ্ম তা সহ্য করতে না পেরে আবারও অভিভাবকের ভূমিকায় দুর্যোধনকে হিতবাক্য শোনাতে বসলেন; বোঝাতে চাইলেন, পিতা শান্তনুর সময়ে এবং পরেও বিবাদ বাধানোর সুযোগ কম ছিল না। প্রজারা এবং হস্তিনার অমাত্যবর্গ তাঁর এতটাই বশবর্তী ছিলেন যে, বিচিত্রবীর্য রাজা হওয়ার পরও যদি তিনি ভাইয়ের সঙ্গে রাজ্য নিয়ে বিসংবাদ বাধাতেন তাহলে সকলে ভীষ্মের পক্ষেই থাকতেন। এমনকী ভীষ্ম এও বললেন, তিনি যখন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন পরশুরাম যদি কিছু করেন সেই ভয়ে হস্তিনার প্রজারা বিচিত্রবীর্যকে দূরে এক জায়গায় রেখে এসেছিলেন। এত করেও কিন্তু যা হওয়ার তা-ই হল। বিধি বাম। বিচিত্রবীর্য প্রাণ হারালেন। সেইসময় অরাজক হস্তিনাপুরে রাজা হওয়ার জন্য প্রজারা ভীষ্মের কাছে কান্নাকাটি করে বলেছেন, ''আপনি বেঁচে থাকতে এই রাষ্ট্র যেন নষ্ট না হয়। সকলের মঙ্গলের জন্য আপনি রাজা হোন।'' তখনও ভীষ্ম প্রজাদের ক্রন্দন ও আবেদন উপেক্ষা করেছেন—শুধু প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য; সত্যপালনের জন্য। মাতা সত্যবতী, অমাত্য, পুরোহিত সকলে একযোগে যখন পিতামহকে রাজা হওয়ার অনুরোধ করেন, তখন সকলের সামনে হাতজোড় করে ভীষ্ম বলেছেন, ''পিতার বংশধারার মধ্যে যাতে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ না হয় তার জন্যই আমি রাজা হইনি এবং তার জন্যই আমি এখনও অবিবাহিত।'' আরও জোর দিয়ে বলেছেন, ''আমিই এই বংশের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলাম এবং আমি বেঁচে থাকতে অন্য কোনও পুরুষ এই হস্তিনার শাসন চালাতে পারত না। জ্ঞাতিবিরোধ থেকে সকলকে বাঁচানোর জন্য আমি যে-চেষ্টা করেছিলাম, এবং আজও করে চলেছি, সেটা বৃথা হতে দিয়ো না দুর্যোধন। আমার কথা অমান্য কোরো না, আমি সবার ভাল চাই—শান্তি চাই।'' ভীষ্মের কোনও হিতবাক্যই, কোনও আন্তরিকতাই দুর্যোধনের প্রাণ স্পর্শ করল না। তিনি যুদ্ধ করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যুদ্ধ আটকাতে পারলেন না পিতামহ।

যুদ্ধের আগে দুর্যোধন সমস্ত অনুগামী রাজা,

মহারাজাদের নিয়ে এসে হাতজোড় করে ভীষ্মের সামনে অনেক প্রশংসাবাক্য শুনিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হওয়ার অনুরোধ জানালেন। অবশ্য পিতামহের সামনে জেদি একগুঁয়ে দুর্যোধন এই মুহূর্তে একথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন, ''আপনি সবসময় আমার ভাল চান।'' (উদ্‌যোগপর্ব, ১৪৫।১১-১৩) ভীষ্ম অনায়াসেই বলতে পারতেন, ''অনেক হিতকথা বলেছি তোমায়, যখন শোনোনি, তখন আমার কিছু করার নেই, যা পার করো।'' না, তা বলেননি পিতামহ। তিনি কুরুবংশের প্রবীণতম বিশ্বস্ত সেবক। কুরুবংশের এক অধস্তন রাজা বিপন্ন হয়ে তাঁকে সেনাপতি নির্বাচিত করতে চাইছেন। দুর্যোধনকে প্রত্যাখ্যান করলেন না ভীষ্ম। বললেন, ''তুমি যেমনটি চাও!'' তিনি দুর্যোধনের হয়েই যুদ্ধ করবেন। একইসঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন, অর্জুন কখনই ভীষ্মের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধ করবেন না, কারণ সকলের শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে লজ্জিত ও সংকুচিত বোধ করবেন। আর এই একই স্নেহ, লজ্জা ও সংকোচ থাকার জন্য ভীষ্মও নাতিদের গায়ে অস্ত্রক্ষেপ করতে পারবেন না। কৌরব-পাণ্ডব উভয়পক্ষই তাঁর সমান স্নেহের পাত্র। তিনি দুর্যোধনকে কথা দিলেন, প্রতিদিন পাণ্ডবপক্ষের দশহাজার যোদ্ধাকে সংহার করবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সত্যনিষ্ঠ ভীষ্মের কথায় ও কাজে কোথাও কোনও তফাত ছিল না।

যুদ্ধবীরদের মহাশঙ্খ বেজে উঠল চারদিকে। এমন সময় যুধিষ্ঠির মুকুট খুলে রেখে, অস্ত্রহীন অবস্থায় ছুটে এলেন পিতামহ ভীষ্মের পদতলে। তাঁকে দেখে আর সব ভাইরাও কৃষ্ণ সহ এলেন। ভীষ্মের চরণদুটি জড়িয়ে ধরে যুধিষ্ঠির বললেন, ''আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাদের! অনুমতি দিন পিতামহ! আশীর্বাদ করুন।'' (ভীষ্মপর্ব, ৪৩।৩১-৩২) যুধিষ্ঠিরের এই মর্যাদাবোধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে সস্নেহে উদার আশীর্বাদে পিতামহ বললেন, ''তুমি জয়লাভ করো বৎস। তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হোক। তোমার পরাজয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই।'' (তদেব, ৩৪)

আজকের হিংসা-প্রতিহিংসায় জর্জরিত এক দলনেতা যখন অন্য দলনেতার মর্যাদার অপেক্ষা না করে শাণিতবাক্যে পরস্পরকে আক্রমণ করাটা রীতি মনে করেন, সেখানে কুরুক্ষেত্রের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির-ভীষ্মের এই পারস্পরিক ব্যবহার শুধু মুগ্ধই করে না, আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যিনি অপরকে যতটুকু মর্যাদা দিতে পারেন তিনি নিজে ততটুকুই মর্যাদার অধিকারী। প্রকৃত শিক্ষা যে মানুষকে কতদূর বিনীত, মার্জিত ও শীলিত করে, তাঁরা তা দেখালেন। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ও তাঁদের আশীর্বাদ যে কত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান—ভারতবর্ষের একান্নবর্তী পরিবারের এই সংস্কৃতিরও পরিচয় দেয় এই সৌজন্যবোধ।

ভীষ্ম অনেক দেখেছেন—পিতা শান্তনুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত। এর মধ্যে সুখ বা আনন্দ যত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল প্রাণধারণের গ্লানি আর কর্তব্যের নিরন্তর তাড়না। প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণার চাপে ভীষ্ম এখন শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ। আগেই তিনি দুর্যোধনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যুদ্ধে একমাত্র অর্জুনই তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন। অর্জুনের অলৌকিক কীর্তি পিতামহ জানেন। সেই অর্জুন যুদ্ধ করতে এসে সামনে পিতামহকে দেখে চোখের জলে ভেসে গেছেন। তাঁর মনে পড়েছে ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে সারা দেহে ধুলো মেখে ছুটে এসে ধপাস করে পিতামহের কোলে বসে পড়ে কখনও যদি তাঁকে বাবা সম্বোধন করে ফেলেছেন, বৃদ্ধ তাঁর সহজাত গাম্ভীর্য বজায় রেখেও প্রশ্রয়ে স্নেহবিগলিত স্বরে বলেছেন, ''বাছা, আমি তোমার বাবা নই, তোমার বাবারও বাবা।'' (ভীষ্মপর্ব, ১০৩।৯২-৯৪) সেই পিতামহকে অর্জুন চোখের জল সামলে বাণ মেরে মেরে

ধরাশায়ী করে ফেললেন। শরশয্যায়ও ভীষ্ম দুর্যোধনকে বারবার পরামর্শ দিয়েছেন, ''এখনও কৌরবদের যে-কটি ভাই বেঁচে আছে এবং যত সৈন্য জীবিত আছে তাদের হয়ে আমি মরতে চলেছি, অতএব আমার এই মৃত্যুই এ-যুদ্ধের শেষ মৃত্যু হোক। ক্রোধ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে তুমি শান্ত হও।'' (তদেব, ১১৬।৫০-৫৩) এ-উপদেশ আবারও অমান্য করলেন দুর্যোধন।

শরশয্যায় ক্ষতবিক্ষত দেহে শুয়ে আছেন ভীষ্ম। তাঁর কষ্ট লাঘব করতে শল্য উত্তোলনে নিপুণ বৈদ্যেরা তাঁকে চিকিৎসা করতে এসেছেন; দেহে মলমের প্রলেপ দিয়ে শেষ সেবাটুকু শ্রদ্ধেয় এই বৃদ্ধকে দিয়ে যেতে চান তাঁরা। পিতামহ ক্ষত্রিয়বীরের আদর্শ অনুযায়ী সেবা নিলেন না। কিন্তু ওই যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতি ভীষ্মের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মানীকে মানদান এবং কর্তব্যজ্ঞান দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। দুর্যোধনকে আদেশ করলেন, তাঁদের সেবা তিনি নিলেন না ঠিকই, কিন্তু দুর্যোধন যেন আগত চিকিৎসকদের ধন ও পারিতোষিক সহ সসম্মানে বিদায় দেন। (তদেব, ১১৫।৫৫-৫৬)

এরপরে কর্ণ এসেছেন ভীষ্মের শরশয্যার পাশে। অনুযোগ করেছেন, ভীষ্ম তাঁকে সারাজীবন বিদ্বেষ করে এসেছেন। শুনে শরবিদ্ধ হাতদুটির একটি প্রসারিত করে কর্ণের অবনত কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে সত্যনিষ্ঠ ভীষ্ম তাঁকে বলেছেন, ''একথা একেবারেই সত্য নয়, তোমার ওপর আমার কোনও বিদ্বেষই নেই। তবু যে এতকাল ধরে তোমাকে আমি হাজারো নিষ্ঠুর কথা বলেছি তা শুধুমাত্র তোমাকে দমিয়ে রাখার জন্য। তুমি পরশ্রীকাতর হয়ে উঠেছ, তুমি গুণী মানুষের মধ্যেও গুণ দেখতে পাও না।'' তারপরেই বলেছেন, ''যুদ্ধে তুমি যে কত শক্তি প্রকাশ করতে পার এবং সে-শক্তি যে তোমার শত্রুদের কাছে দুঃসহ, তা আমি ভাল করেই জানি। তাছাড়া বেদ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা আছে, দানধর্মের নীতিতেও তোমার চিরন্তনী নিষ্ঠার কথা আমি জানি। আর বীরত্বের তো কথাই নেই। তোমার মতো দেবোপম পুরুষ এ-পৃথিবীতে কেউ নেই। তবু যে তোমাকে কঠোরবাক্যে তিরস্কার করেছি তা শুধুই এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ যাতে ভেঙে না যায় সেই স্বার্থে।'' (ভীষ্মপর্ব, ১১৭।৬,১০,১১, ১৪) বড় আন্তরিক শুনিয়েছে আবারও পিতামহের এই শেষ কথাকটি; যা পিতৃপিতামহের বংশের প্রতি তাঁর অপার ভালবাসার প্রকাশ। এর পরে ক্ষাত্রবীর্যের প্রতিমূর্তি পিতামহ কর্ণকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে বলেছেন, ''একান্তই যদি তুমি ভয়ংকর শত্রুতা ত্যাগ না করতে পার, তবে যুদ্ধ করো। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ করো স্বধর্ম পালনের নীতিতে, কারও ওপর রাগ করে বিকট উৎসাহে নয়। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা, অতএব যুদ্ধ করো। কিন্তু সেখানে কোনও অহংকার যেন না থাকে। না থাকে স্বার্থ-উন্মাদী নিজসুখ চরিতার্থ করার ভাবনা।'' (তদেব, ১১৭। ৩৬-৩৮)

যুদ্ধ শেষ হল।

ক্রমে সূর্য উত্তরায়ণে এলে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় অবগাহন করে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্তব ও ধ্যান করতে লাগলেন। এদিকে কৃষ্ণকে গভীর ধ্যানস্থ দেখে যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে ভাবলেন, অমিতবিক্রম কৃষ্ণ কেন ধ্যান করছেন? জানতে চাইলেন, ''লোকহিত- পরায়ণ! ত্রিভুবনের মঙ্গল তো?'' মৃদু হেসে কৃষ্ণ উত্তর করলেন, ''পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত অবস্থাতে আমার ধ্যান করছেন।'' ভীষ্মের নানা প্রশংসা করে কৃষ্ণ বললেন, ''ভীষ্ম নিজের বুদ্ধির গুণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বিষয়ই বুঝতে পারেন এবং ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। আমি মনে মনে তাঁর কাছেই চলে গিয়েছিলাম।'' (শান্তিপর্ব, ৫৪। ২১, ৩১, ৩৯) এরপর কৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব পিতামহের শরশয্যার পাশে এলেন। কৃষ্ণ মধুরস্বরে বলতে শুরু করলেন, ''মহাবীর! সত্য, তপস্যা,

দান, যজ্ঞ, ধনুর্বেদ, অন্য বেদ ও রাজকার্য পর্যবেক্ষণ এইসব বিষয়ে আপনার তুল্য, অনৃশংস, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূতহিতে রত ও মহারথ অন্য কেউ আছেন বলে আমরা শুনিনি। আপনার মতো গুণবান মানুষ এই পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে আমি দেখিওনি, শুনিওনি।" কৃষ্ণ জানালেন, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেও লজ্জায় সামনে আসতে পারছেন না। শুনে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম দান, অধ্যয়ন আর তপস্যা, তেমনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধে জীবনপাত করা, অন্যায় রোধ করা। পিতাই হোন বা পিতামহ, ভাই-ই হোন বা আত্মীয়, এমনকী গুরুও—যদি অন্যায়পক্ষে থেকে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেন, তবে যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করাই ধর্ম। যাঁরা লোভের বশে সদাচার ত্যাগ করে ধর্মের সেতু লঙ্ঘন করেন, গুরুস্থানীয় হলেও ক্ষত্রিয় তাঁদের মেরে ধর্মলাভ করবেন। (তদেব, ৫৪। ১১-১৬)

এরপর পিতামহ তাঁর দীর্ঘজীবনের তপস্যা, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান আর পূর্ণ শরণাগতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বললেন, "আমায় এবার অনুমতি দাও—আমার সময় হয়েছে। এই পাণ্ডবদের তুমি রক্ষা কোরো। তারা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না।" শেষ মুহূর্তেও চিরপুরাতন কথাগুলি আবারও খেদোক্তির স্বরে উচ্চারণ করলেন, "দুর্যোধনকে আমি বারবার সাবধান করে বলেছি, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম, আর যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কিন্তু মূর্খ ও অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন আমার কথা শোনেনি। সে এই সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে নিজেও মরল। নারদ ও বেদব্যাস আমাকে বলেছিলেন, এই নর ও নারায়ণ মনুষ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণ, সেই তুমি এবার আমাকে অনুমতি করো, যাতে এই শরীর ত্যাগ করে আমি পরমগতি লাভ করতে পারি।"

সানন্দে অনুমতি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তুমি বসুলোক লাভ করো। মহাতেজা! ইহলোকে তোমার কোনও পাপ নেই।" ভীষ্মের প্রাণ উল্কার আলোর মতো আকাশে মিলিয়ে গেল।

একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে বিশেষায়িত করেছেন 'অনৃশংস', 'সর্বভূতহিতে রত' বলে এবং যাঁর মতো গুণবান মানুষ তিনি পৃথিবীতে দেখেনওনি, শোনেনওনি, সেই 'ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ' ভীষ্ম নিজের শ্বাসবায়ুর মতো বিশ্বাস করেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অন্যায় রোধ করা; অথচ সেই তিনি ভরা রাজসভায় দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তে এতটুকু প্রতিবাদ না করে অবনত মস্তকে ধর্মের সূক্ষ্মগতি নিয়ে চুলচেরা হিসেব-নিকেশে রত রইলেন কোন যুক্তিতে?

বেদভূমি দেবভূমি ভারতবর্ষের প্রাণভ্রমর সত্যে প্রতিষ্ঠিত। পিতৃবাক্য পালন করতে সত্যনিষ্ঠ বালক নচিকেতা যমরাজের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। পিতৃসত্যরক্ষা করতে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন। মহামতি ভীষ্ম সত্যরক্ষায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম কুরুরাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রেখেছেন, পালন করেছেন, বিবর্ধিত করেছেন কিন্তু শত সুযোগ পেয়েও কখনই রাজার অধিকার ভোগ করেননি। আজীবন সত্যপালন করে জীবনের শেষে উপদেশ দিয়ে গেছেন : "সত্যপালনে যত্ন করবে। সত্যই পরম বল।" (তদেব, ৪৯)

ভারতবর্ষের এই আদর্শ নিত্য বহমান। তাই সত্যনিষ্ঠ ভক্তের ইচ্ছার মূল্য দিতে স্বয়ং ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা অগ্রাহ্য করে দু-দুবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাই আজও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়রা সত্যপালনের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দকশূন্য হতে ভয় পান না। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয় তাঁদেরই ঘরে। এমন ভারতবর্ষে জন্মে জীবন সার্থক। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে আমাদের প্রাণমনও যেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রার্থনা। ✠